কেরিয়ার ও জীবিকার ক্রোড়পত্র

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কেরিয়ার গড়তে লক্ষ্য স্থির করুন

কেরিয়ারের বিষয় সফলতা লাভ করতে হলে তার জন্য আগে আপনাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেইসঙ্গে এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে আপনি সরকারি না বেসরকারি কোন বিষয়ে আপনার কেরিয়ার গড়তে উৎসুক। সেই অনুযায়ী আপনাকে ভবিষ্যতে পা ফেলতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার আগে আপনাকে ভালো করে জেনে নিতে হবে পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। এখন ওয়েবসাইট দেখে পরীক্ষার প্রশ্নপ্রত্র সম্পর্কে আপনি বুঝে নিতে পারেন। বাড়িতে সেই ধরনের হোমওয়ার্ক করে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবেন। খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য আপনার ঝুলিতে এসে ধরা দেবে তা ভাবলে চলবে না, তবে সেই কারণে হতাশ হয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। পরিশ্রম করলে তার উপযুক্ত ফল আপনি অবশ্যই পাবেন।

কেরিয়ার গড়ার প্রথম দিকে অনেকের আবার সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে। তবে বেসরকারি চাকরিতে মোটা মাইনের সুযোগ বেশি কিন্তু সেখানে স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়, উলটোদিকে সরকারি চাকরিতে মাইনে কম, নিরাপত্তা বেশি হওয়ার কারণে বেশিরভাগ মানুষ সেইদিকে ঝোঁকে। সেইসঙ্গে নিজের লক্ষ্য স্থির হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের মধ্যে পড়ে। কী কাজ করলে আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে, সেই বিষয়ে আপনাকে সচেতন হওয়া জরুরি। আবার কেউ হয়তো একটু অন্য ধরনের পেশা নিয়ে ভাবছেন, যেমন অনেকেই আছেন যারা অফবিট পেশা যেমন নাটক, সিনেমা এই ধরনের পেশা বেছে নিতে আগ্রহী। তাহলে সেই বিষয়ে এগোতে হলে একটু মার্কেট সার্ভে করা জরুরি। দ্বিতীয় কথা এই ধরনের পেশা একটু অন্য ধরনের। এই পেশাতে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হলে আপনার প্রতিভার বিকাশ হওয়া খুব জরুরি একটি বিষয়। তবে এক্ষেত্রে অনেকের মনে হতে পারে, নিজের ইচ্ছেগুলিকে বিসর্জন দিয়ে হয়তো কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই ধরনের

এরপর দু'য়ের পাতায়

নিজের পছন্দ অনুযায়ী কেরিয়ার বাছুন

নিজের পছন্দের পেশা নিজেই বেছে নিন। তাহলে সেই কাজে যেমন আনন্দ থাকে তাছাড়া নিজের কাজটিও ভালো হয়। কারণ, আপনি যে কাজটি করছেন সেই কাজটি করতে যদি আপনার ভালো না লাগে, তাহলে অনেক সময় কাজের মান খারাপ হয়। কারণ, কাজ পাওয়ার পরে অনেকেই এই মনোকষ্টে ভোগেন যে তিনি হয়তো কাজের ক্ষেত্রে তার যথার্থ সম্মান পেলেন না। তাই নিজের পছন্দের পেশার বিষয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা নেওয়া ভালো। কাজের ক্ষেত্রে এতে অনেক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

কাজের বাজার অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক। যেখানে উচ্চমেধা থেকে মাঝারি মান, স্বল্প যোগ্যতা সব ধরনের মানুষকে নিয়ে আপনাকে চলতে হবে। কাজের বাজার সম্বন্ধে আগে থেকে একটু বুঝে নেওয়া ভালো। না হলে, ভিড়ের মাঝখানে আপনি অথৈ জলে পড়বেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হতে হতেই আপনাকে কাজের বাজার সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান আবশ্যিক। যেমন, কেমনভাবে নিজেকে তৈরি করবেন, কীভাবে চাকরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন, কোনও প্রোফেশনাল ট্রেনিং নিতে হবে কি না, গ্রুমিংয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, ভাষাজ্ঞানও চাকরির ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, তাই এই সমস্ত দিক নিয়ে একটু আগে থেকে চিন্তাভাবনা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, এতে যে সুবিধাগুলি হবে, তাতে চাকরির বাজারকে আপনি বুঝে নিতে পারবেন। সেই অনুযায়ী আপনি নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। কোনও পেশাদার লোকের সঙ্গে আলাপ করে কোনদিকে এগোলে আপনার কেরিয়ার আরও এগিয়ে যাবে সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে আপনার সুবিধা হবে।

নিজের পরিচিতির তালিকা তৈরি বাড়াতে চেষ্টা করুন। সেখান থেকেই আপনি আপনার পছন্দের কেরিয়ার সম্পর্কে অনেক টিপস পাবেন। নিজের ভালোলাগা ও চাকরির ক্ষেত্রে মেলবন্ধন করাটা খুবই জরুরি। ধরুন কারুর লেখার দিকে বেশি ঝোঁক আছে, তাহলে তিনি সংবাদমাধ্যমের ডেস্ক সম্বন্ধীয় লেখার কাজ বাছতে পারেন,

এরপর দু'য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- যোধপুর এইমসে বিভিন্ন পদে ৪৪ জন নিয়োগ
- সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে কয়েকশো সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগ
- বিএসএসে ৩১ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
- দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে ২২ জন মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নিয়োগ
- গোয়া শিপইয়ার্ডে ১২১ জন কর্মী নিয়োগ
- বর্ধমান ও হাওড়া পুরসভার বিভিন্ন পদে ৩১ কর্মী নিয়োগ
- ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রী নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী
- রাজ্যের সরকারি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলিতে ২১৭৫ জন তরুণ-তরুণীকে ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং
- সায়েন্স রিপোর্টারের কোর্স
- হ্যান্ডলুম ও টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা কোর্স
- ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমে বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রি কোর্স
- এসআরএফটিআইয়ে সিনেমার ডিপ্লোমা কোর্স

চারের পাতায়

পেশা যখন **ফুড টেকনোলজিস্ট**

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

কেরিয়ার গ্রুমিং

চাকরির জন্য আগাম প্রস্তুতি জরুরি

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা যুদ্ধ আছে। সেই প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে ঠিকমতো পদক্ষেপের মাধ্যমে সামনের দিকে এগোতে হয়। জীবনের অন্যতম পদক্ষেপের মধ্যে একটি আমাদের চাকরির জীবন। তার জন্য একরকম আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া ভালো। যেমন আমি যদি সরকারি চাকরি করতে চাই সেক্ষেত্রে একধরনের প্রস্তুতির অবশ্যই প্রয়োজন। কঠিন পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। তার জন্য নিজের জীবনকে একটু সংযত করতে হবে সব দিক দিয়ে। যে বিষয় আপনার দুর্বলতা আছে, সেটি নিয়েই সময় কাটালে চলবে না। উলটে যে বিষয়গুলির মধ্যে আপনি আত্মবিশ্বাস খুঁজে পান, সেদিকে নজর দিন। তাহলে যে কোনও একদিকটা আপনি নিজেকে এগিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন। সরকারি চাকরির জন্যই যদি নিজেকে মনস্থির করে রাখেন সেক্ষেত্রে, নিজেকে সময়ের সঙ্গে আপডেট করা খুব প্রয়োজন। কারণ, ইন্টারভিউয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় এই জিনিসগুলিই আপনাকে সাহায্য করবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সঙ্গে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য আপডেট থাকা খুবই

জরুরি একটি বিষয়। তবে চাকরি পাওয়ার পরেও সেই অভ্যাস জীবন থেকে মুছে ফেলা ঠিক নয়। তাই খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠাভ্যাস করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে প্রশাসনিক চাকরির জন্য অনেক জায়গাতেই আপনাকে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তার জন্য কোর্স করানো হয়ে থাকে। সেগুলি নিয়মিত করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। যা আপনাকে চাকরির বাজারে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কোচিং নেওয়া হলে তার জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে। কারণ, এখানে আপনার মতোই অনেকে আসছেন। যার ফলে তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনার আত্মবিশ্বাস তো বাড়বেই, তাছাড়া আপনার মধ্যে মতের আদানপ্রদান হবে, যা আপনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে যাবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির একটি নিজস্ব কিছু গ্রন্থাগার থাকে, সেখান থেকেও আপনি আপনার মতো করে সাহায্য পেতে পারেন। তবে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি চাকরি ক্ষেত্রে নিজস্ব নোট দিয়ে থাকে, যা আপনাকে পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কিন্তু এখানে সমস্যা হল, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সেই নোট একরকই থাকবে, তাই যদি উত্তরে মৌলিকত্ব কিছু থাকবে না। উত্তরে নিজস্ব চিন্তাভাবনা, যুক্তির প্রতিফলনও একটি জরুরি বিষয়ের মধ্যে পড়ে। সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলি স্কুল-কলেজের পরীক্ষার মতো নয়, তাই এক্ষেত্রে নিজস্ব স্বকীয়তার প্রয়োজন। সেই গুণ আপনার মধ্যে থাকলে সেটি আপনাকে আপনার কাজের ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে। আর প্রশাসনিক স্তরে চাকরি করতে ইচ্ছুক হলে নিজেকে মানসিক দিক দিয়েও প্রস্তুত করা খুবই একটি জরুরি বিষয়ের মধ্যে পড়ে। তাই মানসিকভাবে দৃঢ় হওয়া এক্ষেত্রে প্রয়োজন। যাতে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনি সঠিকভাবে তার মূল্যায়ন করতে পারেন। কারণ, চাকরি ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ, নির্বাচন সামলানো, সামাজিক নানা সমস্যা, অশান্তি সামাল দেওয়া প্রশাসনিক চাকরির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পড়ে। কারণ, ইন্টারভিউয়ের সময়ে দেখে নেওয়া হয়, এই ধরনের ঝক্কি সামলাতে আপনি কতটা পটু। যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হবে, সেই কাজ সামলানোর মতো আপনার দৃঢ় মানসিকতা আছে কি না। সব মিলিয়ে সরকারি হোক বা বেসরকারি নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে। আর নিজেকে প্রস্তুত রাখা মানে আপনার আত্মবিশ্বাসকে শতগুণ বাড়িয়ে তোলা। যা আপনাকে কাজের ক্ষেত্রে সফলতা এনে দেবে।

কেরিয়ার গড়তে লক্ষ্য স্থির করুন

প্রথম পাতার পর

ভাবনাচিন্তার কোনও দরকার নেই। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে হয়তো আপনাকে কিছু ইচ্ছের বিরুদ্ধে চাকরি করতে হবে, কিন্তু তাতে ভালোলাগাকে বিসর্জন দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। বরং আপনি আপনার স্থায়ী কাজের পাশাপাশি আপনার ভালোলাগার কাজকে আপনি গুরুত্ব দিতে পারেন। এক্ষেত্রে দুটো সুবিধা আছে। একদিকে যেমন আপনার স্থায়ী চাকরি থেকে নিয়মিত ভাবে বেতনের টাকা আসতে থাকবে, অন্যদিকে তেমন আপনি আপনার ভালো লাগার পেশাটিতেও মন দিয়ে কাজ করতে পারবেন। কারণ, একজন মানুষকে বুঝতে হবে তিনি পেশা নির্ধারণ করছেন তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাই সেই পেশার নিরাপত্তা সবার আগে গুরুত্ব পাবে। চাকরি সে শুধু নিজের জন্য করছেন না, পরিবারের কথাও মাথায় রাখতে হবে। আর কাজ থেকে ফিরে এসে বা কাজের ফাঁকে আপনি যখন পছন্দের কাজের জায়গায় সময় দিতে পারবেন, তখন আপনার ভালো লাগবে। একটা আলাদা রিফ্রেশমেন্টের জায়গা তৈরি হবে, যা আপনার কাজের আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবে। পরের দিন আপনি আপনার অফিসে ফ্রেশ মুডে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনার দুটো দিকই বজায় থাকল। আপনার কাজের জায়গাটিও মজবুত থাকল আর আর মনের মতো কাজটিও আপনি পেশার সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারবেন।

তবে পরিবার থেকে আবার তাদের মনের মতো কাজ না হলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, পরিবারের অভিভাবকেরা হয়তো সন্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সরকারি চাকরির আশা করেছিলেন। কিন্তু বেসরকারি চাকরি পেলে তাদের মন অনেক সময়ে ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিজে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। অপরদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও বেশি জটিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হলেও এখনও অনেক সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। আবার অনেক পরিবারে মেয়েরা কাজ করবে এই ধরনের মানসিকতা এখনও তৈরি হয়নি। তাই সেক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, সেইসঙ্গে পরিবারকে সমস্ত বিষয়টি বুঝিয়ে নিজেকেও নতুন কাজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তবে আত্মবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে কাজে অগ্রসর হতে পারলে তখন কোনও বাধাই আপনার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মনে রাখতে হবে জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা আসবে আপনাকে শুধু লক্ষ্য স্থির করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে দেখা যাবে, প্রাথমিক বাধাগুলি আস্তে আস্তে আপনার জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কেরিয়ার ইনফো

টাইপোগ্রাফি

প্রোফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে টাইপোগ্রাফি জানা অপরিহার্য। টাইপোগ্রাফি ধারণাটি একেবারে নতুন নয়। বহু যুগের পুরনোই বলা চলে। আরবি ভাষায় টাইপোগ্রাফিকে আমরা ক্যালিগ্রাফি নামে জানি। তবে বাংলায় ক্যালিগ্রাফির বয়স খুব একটা বেশি নয়। টাইপোগ্রাফি ডিজাইনেরই অন্যতম একটি অংশ। টাইপোগ্রাফির সঠিক ব্যবহার করে ডিজাইনে পরিপূর্ণতা আনা সম্ভব। ডিজাইনের আউটলুক, মুড, ব্যতিক্রমী মাত্রা কিংবা ক্রিয়েটিভিটি বাড়াতে টাইপোগ্রাফির বিকল্প নেই।

টাইপোগ্রাফি হল অক্ষরকে সাজানোর বিভিন্ন কলাকৌশল। বিভিন্ন ধরনের অক্ষরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাজানোর বলে টাইপোগ্রাফি। ডিজাইনারদের কাছে খুবই পছন্দের একটি বিষয় হল এই টাইপোগ্রাফি। যেমন ধরুন আপনার নিজের নামটাকে লিখলেন। কিন্তু সোজা ভাবে না লিখে প্রথম অক্ষরটা একটু বড় করে লিখলেন, কিংবা প্রথম অক্ষরটার রং অন্যদের থেকে আলাদা করে দিলেন। কিংবা নামের প্রথম অক্ষরটা ঠিক রেখে বাকিগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটা কলমের আকৃতিতে লিখলেন। লেখার এই কৌশলগুলোকেই একত্রে টাইপোগ্রাফি বলা হয়। আধুনিক যুগের টাইপোগ্রাফির বৃত্তটা অনেক বড়। যেমন—

টাইপ ডিজাইনিং: টাইপ জিজাইনিং সম্পর্কে সবাই জানে। যে কোনও রকমের অক্ষর সাজানোকেই টাইপ ডিজাইনিং বলে।

ক্যালিগ্রাফি: অক্ষর চিত্র। এটি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এই পদ্ধতির জন্য দরকার হয় বিশেষ ধরনের তুলি ও কলম। বিশেষ করে চিন ও এরাবিয়ান দেশে বহুল প্রচলিত।

গ্রাফিটি: পশ্চিমি আর্ট। এর কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কোনও মিডিয়ামও নেই। যেভাবে খুশি দুমড়ে-মুচড়ে শব্দকে লেখা যায়। এটি পপ কালচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

পোস্টার ডিজাইন: বিশেষ করে সিনেমার পোস্টার ডিজাইনে যে ধরনের ফন্ট নেওয়া হয় বা ব্যবহার করা হয়।

টাইটেল অ্যানিমেশন: সিনেমার প্রথমে বা শেষে কলাকুশলীদের নাম দেখানোর জন্য এই ধরণের টাইপোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়।

লোগো ডিজাইনিং: লোগো বা প্রতীক বানানোর ক্ষেত্রে টাইপোগ্রাফির ব্যবহার লক্ষণীয়।

বেশ প্রাচীনকাল থেকেই এই ধরনের গ্রাফের ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাচীন গ্রিসের কিছু প্রিন্টিংয়ে এই ধরনের ডিজাইনের চিহ্ন পাওয়া যায়, এরপর থেকে আজ পর্যন্ত টাইপোগ্রাফের ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয়তার সঙ্গে বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে প্রোমোশনের জন্য ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনগুলোতে বর্তমানে এর প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে।

এখন অবশ্য টাইপোগ্রাফির জন্য বেশ কিছু টুলস পাওয়া যায়। যেমন: typetester.org, fontstruct.com, fonttester.com ইত্যাদি। তবে ম্যানুয়াল ডিজাইনগুলোর কোনও বিকল্প নেই। কাজ জানা ডিজাইনারদের ব্যাপক চাহিদা আজও আছে।

নিজের পছন্দ অনুযায়ী কেরিয়ার বাছুন

প্রথম পাতার পর

বা কেউ ধরুন গানবাজনা করতে ভালোবাসেন তাহলে তিনি গানবাজনা সংক্রান্ত সিনেমা, থিয়েটার, নাটক নিয়ে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন। মিউজিক কম্পোজার প্রভৃতি বিষয়েও আপনি আপনার দক্ষতা প্রকাশ করতে পারেন।

নিজের পছন্দ অনুযায়ী চাকরি পেলে এর থেকে খুশির বিষয় আর কিছু নেই। কারণ, যেহেতু আপনি সেই কাজটি করতে ভালো লাগে, সেখানে আপনি নিজে নিজের মতো করে নানান উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন। আসলে পছন্দের বিষয়টি নিয়ে মধ্যে মানুষের একরকম প্যাশন কাজ করে। সেই তাড়নাটি তাকে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কারণ, নিজের তাগিদেই আপনি সেই পেশার সম্পর্কে বেশি জানার চেষ্টা করবেন যা আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পছন্দের পেশা বেছে নিতে পারলে চাকরির প্রস্তুতির নেওয়াটাও আপনার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। তবে নিজের পছন্দের পেশা সম্পর্কে নিজের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। নিজের কোনও বন্ধু যে কেরিয়ার পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী আপনি কেরিয়ার বাছবেন সেটি অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত নয়। নিজের পছন্দ বোঝা উচিত। তবে যে কেরিয়ারই আপনি বাছুন না কেন, জীবনে সফল হতে গেলে পরিশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে পড়ে। পরিশ্রম না করে আপনি কখনোই কেরিয়ারে সফলতা আশা করতে পারেন না।

পছন্দের পেশা অনুযায়ী যখন আপনি কেরিয়ারের পথে এগোবেন তখন পেশার সম্পর্কে আরও নতুন অনেক কিছু জানার সুযোগ পাবেন। বাড়বে অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা আপনি আপনার পেশায় কাজে লাগাতে পারবেন। তাই পছন্দের পেশা অনুযায়ী চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করুন, যেখানে আপনার ভালোলাগাকে আপনি পেশার মধ্যে দিয়ে কাজে লাগিয়ে নিজের সফল কেরিয়ার গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। এমন কেরিয়ার যা পাঁচজনের মাঝখানে আপনার পরিচিতি গড়ে তুলবে। আর নিজেকে সফল হিসাবে দেখলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। কাজের সফলতা আপনাকে মানসিকদিক দিয়ে শান্তি এনে দেবে আপনার জীবনে। তাই নিজের ভালোলাগা, মন্দলাগাগুলিকে প্রাধান্য দিতে শিখুন, আর সেইমতো নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিজেকে গড়ে তুলুন।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

গুঁড়ো মশলার ব্যবসা

আগেকার যুগের গৃহিণী, মা-দিদিমাদের মতো শিল-নোড়ায় বাটনা বেটে মশলা করে রান্না করার মতো সময় আজকের আধুনিক নারীদের নেই বললেই চলে। আর যদি কর্মরতা মহিলা হন তবে তো সে ভাবনা ভাবায় চলে না। তাই সকলের সুবিধার্থে বর্তমানে গুঁড়ো মশলাই বাজার নিচ্ছে। বাজার সার্ভে করলেই ছবিটা পরিষ্কার হবে যে, গুঁড়ো মশলার চাহিদা আগের তুলনায় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এখন পাইকারি দরে বিভিন্ন রকমের মশলা যা দৈনন্দিন রান্নার কাজে ব্যবহার হয় যেমন হলুদ, লঙ্কা, জিরে প্রভৃতি গোটা কিনে পরিষ্কার-পরিছন্নভাবে গুঁড়ো করে উন্নত উপায়ে প্যাকেট করে বাজারজাত করতে পারলে লাভবান হওয়া সম্ভব।

বাজার সম্ভাবনা:

১) কিছু মুদি দোকানের সঙ্গে যোগাযোগ করে মুদি দোকানে সরবরাহ করা যেতে পারে।

২) অনেক সময় খুচরো বিক্রেতা বাড়িতে এসেই, ব্যবসার কারণে কিনে নিয়ে যেতে পারে।

৩) নিজের তৈরি পণ্যের প্রচার করার জন্য প্রথমে কাছের প্রতিবেশীদেরকে জানানো যেতে পারে, স্থানীয় দোকানদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে । আবার আপনার তৈরি মশলার বর্ণনা দিয়ে লিফলেট তৈরি করেও বিলি করা যেতে পারে।

মূলধন: আনুমানিক ৮,০০০-১০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে গুঁড়ো মসলার ব্যবসা শুরু করা সম্ভব। যদি প্রথমেই বড় আকারে মসলার ব্যবসা শুরু করতে চান তবে নিজের কাছে যদি প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকলে ঋণদানকারী সমিতি, ব্যাংক, এনজিও প্রভৃতি জায়গা থেকে শর্তসাপেক্ষে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ, পরিমাণ, মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান

স্থায়ী উপকরণ: মেশিন ১টি (১৪০০-১৫০০ টাকা), দাঁড়িপাল্লা ১ সেট (১৪০-১৫০ টাকা), প্লাস্টিকের গামলা (বড়) ১টি (১২০-১৫০ টাকা), চামচ (বড়) ১টি (৪০-৪৫ টাকা) কিনতে মোট খরচ হতে পারে অনুমানিক ১৭০০-১৮২৫ টাকা।

কাঁচামাল: লঙ্কা ১০ কেজি (১৭৫০-১৮০০ টাকা), হলুদ ১০ কেজি (১৪৫০-১৫০০ টাকা), জিরে ১০ কেজির (৩০৫০-৩১০০ টাকা) জন্য খরচ পড়বে আনুমানিক ৬২৫০-৬৪০০ টাকা। দাম স্থানভেদে কম-বেশি হতে পারে। তবে কেনার সময় কাঁচামালের মান যাচাই করে নিতে হবে। বিশেষ করে বর্ষার সময়।

গুঁড়োমশলা কীভাবে তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণ করবেন:

১) যে মশলা গুঁড়ো করবেন সেগুলো বাজারের পাইকারি দোকান থেকে কিনতে হবে। তাতে দাম আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এবং খেয়াল রাখবেন মশলাগুলো যেন শুকনো হয়।

২) মশলাগুলো ঝেড়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। শুকনো লঙ্কার ক্ষেত্রে লঙ্কার বোঁটা ফেলে দিতে হবে।

৩) এরপর মশলাগুলো স্থানীয় কলঘর বা মিলে নিয়ে গিয়ে গুঁড়ো করে আনতে হবে।

৪) নির্দিষ্ট পরিমাণ গুঁড়ো মশলা আপনি যেমন পরিমাণ রাখতে চান, ১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি,

সেইভাবে মেপে মেপে পলি প্রোপাইলিন প্যাকেটে ভরে ইলেকট্রনিক পাঞ্চ মেশিন দিয়ে প্যাকেটের মুখ বন্ধ করে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

অবশ্যই যে ব্যাপারগুলি মাথায় রাখবেন, তা হল: প্রথমেই বাজার থেকে হলুদ, লঙ্কা, জিরে বা আর কোনও মশলা তৈরি করতে চাইলে তা কিনে আনতে হবে। কেনার সময় অবশ্যই শুকনো মশলাগুলো কিনতে হবে। তবে হলুদের ক্ষেত্রে হলুদের গুণগত মান ভালো দেখে কিনবেন । খেয়াল রাখতে হবে যেন সবগুলো মশলার গুণগত মান একই হয়। গুণগত মান ঠিক রেখে মশলা বিক্রি করলে আপনার তৈরি মশলার চাহিদা যেমন বাড়বে তেমনই ব্যবসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

মাসিক আয়: ন্যূনতম পুঁজি লাগিয়ে এই ব্যবসা শুরু করে মার্কেটিং যদি ঠিকঠাক করা যায়, তাহলে মাসে আনুমানিক ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা উপার্জন হতে পারে।

কেরিয়ার ইনফো

ইউএসসি

ইউএসসি মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকে লেবার এনফোর্সমেন্ট অফিসার পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কমার্স শাখায় স্নাতক অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক সেক্ষেত্রে স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইকোনমিক্স বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোসিওলজি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে আইন বা লেবার রিলেশন বা লেবার ওয়েলফেয়ার বা লেবার ল' বা সোসিওলজি বা কমার্স বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বা সমতুল বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইট: www.upsc.gov.in

কোর্স, ট্রেনিং

কানপুরের ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রোসেস অটোমেশন কোর্সটির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যে কোনও একটিতে স্নাতক অথবা এএমআইই (অ্যাসোসিয়েট মেম্বার অব ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স)। কোর্সের মেয়াদ এক বছর। ৫ মে-এর মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।
www.nsi.gov.in

এরপর ফি বাবদ ডিমান্ড ড্রাফট, প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ পূরণ করা দরখাস্তের সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট ১৫ মে-র মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, National Sugar Institute, Kalyanpur, Kanpur 208017

উচ্চশিক্ষা

অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এআইএমএ) পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট বা ম্যাট পরীক্ষা নেওয়া হবে মে মাসে। পেপার বেস টেস্ট বা খাতায়-কলমে পরীক্ষা ৭ মে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৩ মে। পেপার বেসড পরীক্ষায় থাকবে পাঁচটি বিভাগ। মোট সময়সীমা ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। প্রতি বিভাগ ৪০ নম্বরের। বিভাগগুলি হল ল্যাঙ্গুয়েজ কমপ্রিহেনশন (সময় ৩০ মিনিট), ম্যাথামেটিক্যাল স্কিল (৪০ মিনিট), ডেটা অ্যানালিসিস (সময় ৩৫ মিনিট), রিজনিং (সময় ৩০ মিনিট) এবং ইন্ডিয়ান অ্যান্ড গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট (সময় ১৫ মিনিট)। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.aima.in

অন্যান্য চাকরি

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিতে ইলেকট্রিক্যাল শাখায় সাব ইঞ্জিনিয়ার পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বাংলা ও নেপালি ভাষায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা কম্পিউটার প্রোফিশিয়েন্সি টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (১০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর), ইংলিশ (১০ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় (৫০ নম্বর)। মোট সময় ২ ঘণ্টা। কম্পিউটার প্রফিসিনেন্সি টেস্ট ২০ নম্বরের। সময় ৩০ মিনিট। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.wbsedcl.in

পড়াশোনা ও ট্রেনিং

নির্মাণশিল্পে ভারী যন্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ

আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রযুক্তি। দেশের চারিদিকে গড়ে উঠছে বড় বড় আবাসন, সেতু প্রভৃতি। সেই সমস্ত নির্মাণকার্য গড়ে তুলতে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন আছে। আর এই ধরনের নির্মাণকার্য তৈরি করতে কিছু বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন ক্রেন, হুইল লোডার, এক্সক্যাভেটর, ব্যাকলোডার প্রভৃতি ভারী মেশিন চালানোর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের কথা মাথায় রেখে নিখরচায় হেভি কনস্ট্রাকশন ইক্যুইপমেন্ট অপারেটরের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন কেবল পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলার তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছেলেরা।

কী পড়ানো হবে: হেভি ইনস্ট্রাকশন ইক্যুইপমেন্ট অপারেটরের কোর্সটি পাঁচ সপ্তাহের আবাসিক কোর্স। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে নিখরচায়। প্রশিক্ষণ দেন টানা হিতাচি সংস্থার অভিজ্ঞ পেশাদাররা। কোর্স শেষে দেওয়া হবে এক্সক্যাভেটর অপারেটর লেভেল ফোর সার্টিফিকেট। ভারী যন্ত্রপাতি চালনাভিত্তিক পড়াশোনার সঙ্গেই হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জায়গা আছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে খড়গপুরে টাটা হিতাচি এবং ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীনস্থ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইক্যুইপমেন্ট স্কিল কাউন্সিলের সার্টিফিকেট।

কারা পড়বেন: ১০০টি আসন রয়েছে। আবেদন করতে পারবেন পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার তফসিলি ও উপজাতিভুক্ত ছেলেরা। প্রার্থীকে অন্তত মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। সেইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী প্রার্থীর বার্ষিক পারিবারিক আয় ৯৮ হাজার টাকা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী প্রার্থীর বার্ষিক পারিবারিক আয় ১,২০,০০০ টাকার মধ্যে থাকতে হবে।

কীভাবে ভর্তি: ভর্তির জন্য এখনই আবেদন করা যাচ্ছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল। প্রার্থী বাছাই করা হবে কাউন্সেলিং ও স্ক্রিকিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। রাজ্য সরকারের তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন বিত্ত নিগমের এবং স্কিল ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেডের তরফে একটি নির্বাচক কমিটি প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্বে থাকবে। আবেদন করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে wbscstcorp.gov.in

এছাড়া সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন স্কিল ডেভেলপার প্রাইভেট লিমিটেড (ইন স্কিলস) মডিউল সি, মনি ভাণ্ডার, ওয়েবল ভবন, সল্টলেক সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০০৯১।

প্রয়োজন হবে এইসব নথি ও তার কপি: বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে বার্থ সার্টিফিকেট অথবা অ্যাডমিট কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, ভোটার কার্ড অথবা আধার কার্ড, পারিবারিক আয়ের বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র ফোর হুইলার গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্স করা আবেদনের কপি প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের চারটি ফোটো। বিস্তারিত জানতে ফোন করতে পারেন ৮১০২২-২২৩৩৩ অথবা ০৩৩-৪০৭২৬৬২১ নম্বরে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে।

কাজের সুযোগ: প্রশিক্ষিত হেভি কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট অপারেটরের চাকরি রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজে ও বেসরকারি সংস্থায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভারী যন্ত্র পরিচালনায় অভিজ্ঞ কর্মীর চাহিদা রয়েছে।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী জানতে চান
jugasankha.suppli@gmail.com

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

কেরিয়ার সিলেকশন

পেশা যখন ফুড টেকনোলজিস্ট

আমাদের এই ব্যস্ততম যুগে মানুষের হাতে কাজ যত বাড়ছে, সময় তত কমছে। এখন আর একান্নবর্তী পরিবারে পাত পেড়ে খাওয়ার চল, সময় সুযোগ কোনোটাই নেই। বরং নিউক্লিয় ফ্যামিলিতে ঘরে ঢোকার আগে প্যাকেটের খাবার নিয়ে ঢোকাটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বা রান্নার ব্যবস্থা হয়ে থাকে তবে তা যথাসম্ভব শর্টকাটের। প্যাকেটজাত সবজি, মাছ, মাংস সবই। শুধু একটু ফুটিয়ে নিলেই রেডি খাবার।

রান্না এখন হয়ে পড়েছে অবসর বিনোদনের বিষয়বস্তু। তা এই সবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাই বেড়ে চলেছে প্রোসেসড ফুডের চাহিদা। খাবার মুখে তোলার আগে বানানোর প্রক্রিয়াটাকে যথাসম্ভব শর্টকাটে সেরে ফেলাই এখন লক্ষ্য। যে কোনও সুপারমলে গেলেই দেখা যাবে সারি সারি প্যাকেটজাত খাবার, প্যাক করা ড্রিংকিং ওয়াটার। শুধু তাই নয়, মাছ-মাংসও পেয়ে যাবেন বিভিন্ন প্যাকেটে। বিভিন্ন ধরনের জুসও রয়েছে এসব প্যাকেট খাবারের তালিকার শীর্ষে। ম্যাগি থেকে বিরিয়ানি— সবকিছুর আছে রেডি টু ইট ভার্সন।

তবে এটা ভাবা কিন্তু ভুল হবে যে, ফুড প্রোসেসিং শুধুমাত্র একটা শর্টকাট। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শুধু সময় বাঁচিয়েই আমাদের উপকার করে না, খাবারের পুষ্টিগুণ, স্বাদ এবং সুগন্ধ বাড়ানো, খাবার যাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করা (প্রিজার্ভেশন), খাবার থেকে বিষাক্ত উপাদানগুলো বের করে তাকে স্বাস্থ্যপোযোগী করে তোলা (স্টেবিলাইজেশন)-এ সবই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই করা হয়। ছোটবেলায় স্কুলে যে বিজ্ঞান বইয়ে পাস্তুরাইজেশনের কথা পড়ানো হয়েছে সেই পাস্তুরাইজেশনও এক ধরনের প্রোসেসিংই।

যে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় উপাদন এবং সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলে ফুড টেকনোলজি। কোনও খাদ্যকে কী প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরি করা হবে, সেটির খাদ্যগুণ কীভাবে বাড়ানো যাবে, কী পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে সেটি বেশি দিন ভালো থাকবে, রফতানি করতে হলে সেটি কীভাবে প্যাকেজিং করা উচিত, ফুড সেফটি, তার নিউট্রিশন সব পড়ে ফুড টেকনোলজির মধ্যে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকালীন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ যাতে বিধিসম্মতভাবে সম্পূর্ণ করা হয় এবং খাদ্য সুরক্ষার নির্দেশনা অনুযায়ী যাতে প্রতিটি খাবারের খাদ্যমান নিশ্চিত করা যায়, সেটা দেখাই এই বিভাগের প্রধান কাজ। মূলত কাঁচামাল ঠিকমতো সরবরাহ হচ্ছে কি না, প্রক্রিয়াকরণে কোনও ফাঁক থেকে যাচ্ছে কি না, দরকারি যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেগুলোর ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে কি না, খাবারে ভুলবশত কোনও অবাঞ্ছিত বস্তু মিশে যাচ্ছে কি না, খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় থাকছে কি না, এই ব্যাপারগুলোর উপর লক্ষ্য রাখাই পেশাদার ফুড টেকনোলজিস্ট, টেকনিশিয়ান বা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ।

এই কাজের মূল বিভাগগুলো হল ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রোসেসিং, প্রিজার্ভেশন, প্যাকেজিং এবং ক্যানিং। এছাড়াও আরও বিভিন্ন পদ রয়েছে। যেমন:

১) অর্গানিক কেমিস্ট: কাঁচামাল থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের তত্ত্বাবধান করা।

২) বায়োকেমিস্ট: খাবারের ফ্লেভার, টেক্সচার, স্টোরেজ এবং কোয়ালিটি নজরে রাখতে হয়।

৩) অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি: খাদ্যপণ্যের গুণগত মানের দিকে লক্ষ রাখতে হয়।

৪) হোম ইকোনোমিস্ট: এদের ডায়াটেটিক্সয়ের বিষয়েও জানতে হয়, খাবারের পুষ্টি এবং উপকারিতার দিকটাও দেখতে হয়।

৫) ইঞ্জিনিয়ার: ফুড প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রির প্ল্যানিং, ডিজাইনিং, ইমপ্রুভিং, মেনটেন্যান্স এবং প্রোসেসিং সিস্টেম তদারকির কাজ করার জন্য কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল এবং এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়।

৬) রিসার্চ সায়েন্টিস্ট: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ-সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অর্থাৎ খাবারের উপাদন, গুণমান, স্বাদবৈশিষ্ট্য, পুষ্টিগত গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নের কাজ করেন এই ধরনের গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা।

কোথায় পড়বেন?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক এবং এমটেক পড়ানো হয়। এছাড়া এই বিষয়ে কোর্স করা যায় হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, গুরু নানক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (www.gnit.ac.in), টেকনো ইন্ডিয়া (www.ticollege.ac.in) ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। আইআইটি খড়্গপুরে ফুড টেকনোলজিতে সরাসরি কোর্স না থাকলেও এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক এবং এরই আনুষঙ্গিক বিষয়ে ডুয়াল ডিগ্রি ও এমটেক কোর্স রয়েছে। রাজ্যের বাইরেও ফুড টেকনোলজি নিয়ে পড়ার অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন, কানপুরের হারকোর্ট বার্টলার টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট (www.hbti.ac.in)-এ কেমিক্যাল টেকনোলজি (ফুড টেকনোলজি)-তে স্নাতক, স্নাতকোত্তর (এমটেক করা যায় গেট কিংবা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে) এবং পিএইচডি (নেট/গেট কিংবা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়া যায়) করা যায়। মুম্বইয়ের ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল টেকনোলজিতে (www.ictmumbai.edu.in) ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে বিটেক, এমটেক কোর্স রয়েছে। এখানে এমটেক-এ আরও দুটি ইন্টারডিসিপ্লিনিয়ারি বিষয়ে কোর্স করা যায় পারফিউমারি অ্যান্ড ফ্লেভার টেকনোলজি আর বায়োপ্রোসেস ইঞ্জিনিয়ারিং। নাগপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (nagpuruniversity.org) এই বিষয়ে পড়াশোনা করা যায়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফুড টেকনোলজি আন্ত্রেপ্রেনিয়োরশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে (www.niftem.ac.in) ফুড টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে বিটেক, এমটেক ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হতে পারে ছেলেমেয়েরা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্পেশালাইজেশনের সুযোগ রয়েছে ফুড কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাংশনাল ফুড, ফুড ইনগ্রেডিয়েন্টস মতো বিষয়ে। যারা এই বিষয়ে স্নাতক স্তরে পড়ে উচ্চশিক্ষার সময়ে অন্য কোনও বিষয় নিয়ে পড়তে চায়, তারা বায়োটেকনোলজি, ড্রাগ ফরমুলেশন, মলিকিউলার বায়োলজি, ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেমস, নিউট্রিয়েন্ট ডেলিভারি, ফুড সাপ্লিমেন্ট, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ফর্টিফায়েড ফুডের মতো বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারে। তবে এই সব ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ বিদেশে বেশি থাকে। চাকরির ক্ষেত্রে বেকারি, কনফেকশনারি, ওয়াইনারি, হোটেল, ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস্, ফুড সেফটি, ফুড ইনস্পেকশন অ্যান্ড অডিটের সংস্থায় কাজ করা যায় ফুড টেকনোলজি পড়ে।

প্রতি সপ্তাহে থাকছে নতুন নতুন পেশা নিয়ে আলোচনা, যা আপনাকে কেরিয়ার তৈরিতে সাহায্য করবে।

ঘরে বসে ব্যবসা

মেশিনে চক তৈরি করে উপার্জন

স্কুল-কলেজ, কোচিং-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই অবসর সময়ে ঘরে বসে মেশিনের মাধ্যমে চক তৈরি করে বাক্সে ভর্তি করে স্কুল-কলেজ বা দোকানে অর্ডার অনুযায়ী সাপ্লাই করতে পারেন। বলতে গেলে সারা বছর চকের চাহিদা থাকে।

কীভাবে করবেন: চক তৈরির জন্য অ্যালুমিনিয়াম ও গানমেটাল এই দুই ধরনের ছাঁচ পাওয়া যায়। প্রথমে ছাঁচটির সমস্ত অংশ খুলে নিতে হবে। এরপর ব্রাশে করে যে কোনও তেল নিয়ে ছাঁচের প্রতিটি অংশে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর ছাঁচের প্রতিটি অংশ আবার আগের মতো জুড়ে দিতে হবে। এবার ভালো মানের প্লাস্টার অব প্যারিস নির্দিষ্ট পরিমাণে নিয়ে সেটিকে জল দিয়ে কাদা-কাদা করে মেখে ডাইসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে

প্রতি কেজি প্লাস্টার অব প্যারিসের সঙ্গে এক চামচ হোয়াইট সিমেন্ট মিশিয়ে দিলে চকের ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা কমে। নির্দিষ্ট সময়ের পর প্লাস্টার অব প্যারিস অর্ধেক শুকিয়ে গিয়ে চকের আকৃতি নেবে। এরপর স্ক্রুগুলি খুলে ডাইসটিকে উলটো করে চকগুলিকে বার করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

রঙিন চক তৈরি করতে হলে প্লাস্টার অব প্যারিসের সঙ্গে পছন্দ মতো রং মিশিয়ে নিতে হবে। চক তৈরি হয়ে গেলে বাক্সে ভরে বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে।

কোন মেশিনের কী দাম: অ্যালুমিনিয়ামের ১০০টি চক তৈরির ছাঁচের দাম ১,৫০০ টাকা। ২০০টি চক তৈরির ছাঁচের দাম ৩,০০০ টাকা। গানমেটালের ২০০টি চক তৈরির ছাঁচের দাম ২৫,০০০ টাকা।

চক তৈরির মেশিন পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700013. Ph: 2236-8015, 9432422086. E-mail: bharatmachinetools1@rediffmail.com

৫
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

যোধপুর এইমসে বিভিন্ন পদে ৪৪ কর্মী নিয়োগ

যোধপুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস ৪৪ জন কর্মী নিয়োগ করবে। নিয়োগ করা হবে ডায়েটিশিয়ান, লাইব্রেরিয়ান, স্যানিটারি ইনস্পেক্টর-সহ বিভিন্ন পদে। ২ বছরের প্রোবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: Admn/Direct_ Recruitment/01/2017-AIIMS.JDH.

কাদের জন্য কোন পদ:

ডায়েটিশিয়ান: ১২টি। সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩। হোম সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিক্স বা ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডায়েটেটিক্স বা ফুড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়েটেটিক্সে এমএসসি। ২০০ বেডের কোনও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ৮-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা।

লাইব্রেরিয়ান গ্রেড থ্রি: ৪টি। সাধারণ ৩, ওবিসি ১। লাইব্রেরি সায়েন্স বা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশনে সার্ভিসে স্নাতক। অথবা বিএসসি, সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতক বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা সমতুল। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকলে এবং কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ৮-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা।

স্যানিটারি ইনস্পেক্টর গ্রেড টু: ১৮টি। সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪। উচ্চমাধ্যমিক পাস হতে হবে সঙ্গে ১ বছর মেয়াদের হেলথ স্যানিটারি ইনস্পেক্টর কোর্স করে থাকতে হবে। সঙ্গে ২০০ বেডের শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা করে থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ৮-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে: ২৮০০ টাকা।

সিএসএসডি টেকনিশিয়ান: ৬টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ১। মাইক্রোবায়োলজি বা মেডিকেল টেকনোলজিতে বিএসসি, সঙ্গে ২০০ বেডের শয্যাবিশিষ্ট কোনও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স করে থাকতে হবে। অথবা স্টাফ নার্স হিসাবে 'এ' গ্রেড রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে সঙ্গে ২০০ বেডের শয্যাবিশিষ্ট কোনও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা কোর্স করে থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ৮-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট লন্ড্রি সুপারভাইজার: ৪টি। সাধারণ ৩, ওবিসি ১। উচ্চমাধ্যমিক পাস হতে হবে। সঙ্গে ড্রাই ক্লিনিং বা লন্ড্রি টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা করে থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ৮-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা।

সব পদের ক্ষেত্রেই তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটারভিত্তিক অনলাইন বা অফলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

৮ মে তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.aiimsjodhpur.edu.in. প্রার্থীর একটি চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফোটো এবং সই স্ক্যান করে নিতে হবে। ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি, মহিলা এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দিতে হবে অনলাইনে। অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের পর এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে। বিশদ তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে কয়েকশো সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগ

সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সে (সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ ও সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল) 'সাব ইনস্পেক্টর ও সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর আর দিল্লি পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর (এগজিকিউটিভ) পদে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ওবিসি-রা ৩ বছর, তফসিলিরা ৫ বছর, বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৩৫, (তফসিলি হলে ৪০, ওবিসি হলে ৩৮) বছর পর্যন্ত আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। প্রতিবন্ধীরা আবেদনযোগ্য নয়।

শারীরিক মাপজোখ: ছেলেদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৭০ সেমি। আদিবাসী বা পাহাড়ি উপজাতি হলে ১৬৫ সেমি তফসিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৭৭ সেমি) আর ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি হলে ৮২ সেমি)। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। পার্বত্য এলাকার মেয়েরা ১৫৫ সেমি। তফসিলি উপজাতি হলে ১৫৪ সেমি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি, বর্ণান্ধতা, রাতকানা বা শারীরিক কোনও ত্রুটি থাকলে আবেদনযোগ্য নয়।

প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। 'Recruitment of Sub-Inspectors in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector in CISF Examination, 2017 ' পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ৩০ জুন থেকে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে। লিখিত পরীক্ষার পর হবে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা।

১৫ মে পর্যন্ত দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.inc.in.

বিস্তারিত তথ্য এই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

২২ জন মাল্টিটাস্কিং স্টাফ

দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরি ২২ জন লোক নিচ্ছে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদে। উচ্চমাধ্যমিক পাসরা লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্সের সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা। শূন্যপদ: ২২টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ১৩। দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ২৩ মে-র মধ্যে এই ঠিকানায়: Dy. Director (Administration), Delhi Public Library, S.P. Mukherjee Marg, Delhi-110006.

বিএসএফে ৩১ জন ইঞ্জিনিয়ার

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব ইনস্পেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ২১ জন এবং 'সাব ইনস্পেক্টর (ওয়ার্কস) পদে ১০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য আবেদন করবেন:

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল): কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ: ২১টি। সাধারণ ৯, ওবিসি ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সাব ইনস্পেক্টর (ওয়ার্কস): কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১০টি। সাধারণ ৫, ওবিসি ২, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

দুটি পদের ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১৪-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। মূল বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪২০০ টাকা।

শরীরের মাপজোখ: ছেলেদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৫ সেমি। আদিবাসী বা পাহাড়ি উপজাতি হলে ১৬০ সেমি। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি আর ফুলিয়ে ৮১ সেমি। বয়স যদি ২০ বছরের নীচে হয় তবে উচ্চতায় ২ সেমি ছাড় পাওয়া যাবে। ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, রাতকানা বা শারীরিক কোনও ত্রুটি থাকলে আবেদনযোগ্য নয়।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন, শারীরিক মাপজোখ, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট, ইন্টারভিউ ও মেডিকেলের মাধ্যমে।

প্রথমে ১০০ নম্বরের দেড় ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর অবজেকটিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল) ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন।

এছাড়াও ডেসক্রিপটিভ টাইপের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল/সিভিল) বিষয়ে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, সাড়ে ৩ ফুট হাই জাম্প, ১১ ফুট লং জাম্প। মেয়েদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়। আড়াই ফুট হাই জাম্প, ৮ ফুট লং জাম্প। সফল হলে হবে প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্ট।

দরখাস্তের বয়ান পাবেন: www.bsf.nic.in ওয়েবসাইটে। দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: জন্মতারিখের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। ওবিসি ও তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। এখনকার তোলা ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ৪০ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা ৩টি খাম। ২০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডার। কদমতলা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে 'IG BSF North Bengal' অনুকূলে। ডিমান্ড ড্রাফটের বেলায় পেয়েবল অ্যাট লিখতে হবে 'Kadamtala(Siliguri). গুয়াহাটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে 'IG BSF Guwahati'-এর অনুকূলে। ডিমান্ড ড্রাফটের বেলায় পেয়েবল অ্যাট লিখতে হবে 'SBI Maligaon, Code No. 0229' আর পোস্টাল অর্ডারের ক্ষেত্রে পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'GPO Guwahati'. মহিলা, তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সাব ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) পদের ক্ষেত্রে দরখাস্ত ভরা খামের ওপর ক্যাপিটাল লেটারে লিখবেন: APPLICATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF JUNIOR ENGINEER/ SUB INSPECTOR (ELECTRICAL) IN BSF ENGG SET UP-2017.

সাব ইন্সপেক্টর (সিভিল) পদের ক্ষেত্রে লিখবেন: APPLICATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF SUB INSPECTOR (WORKS) IN BSF ENGG SET UP-2017.

১৪ মে-র মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছনো চাই। 'কদমতলা' কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Inspector General, Frontier Headquarter BSF, North Bengal, Post-kadamtala (Siliguri), Dist-Darjeeling-734011.

গুয়াহাটি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Inspector General, Frontier Headquarter BSF, Post-Azara, Dist- Kamrup, Guwahati (Assam)-781017.

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

এসআরএফটিআইয়ে সিনেমার ডিপ্লোমা কোর্স

২০১৭-২০ এই সেসনে সিনেমা বিষয়ক ৩ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্সে এবং ২০১৭-১৯ সেশনে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট। পূর্ণ সময়ের কোর্স। পড়ানো হবে ইংরেজি মাধ্যমে।

স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হবে এইসব শাখায়: ১) ডিরেকশন অ্যান্ড স্ক্রিন প্লে রাইটিং, ২) প্রোডিউসিং ফর ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, ৩) সাউন্ড রেকর্ডিং অ্যান্ড ডিজাইনিং, ৪) সিনেমাটোগ্রাফি, ৫) এডিটিং, ৬) অ্যানিমেশন সিনেমা। প্রতিটি বিভাগে ১২টি করে মোট ৭২টি আসন। এরমধ্যে ২টি করে আসন বিদেশি প্রার্থীদের জন্য।

ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হবে এইসব শাখায়:

১) রাইটিং ফর ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া, ২) ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, ৩) ভিডিওগ্রাফি ফর ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া, ৪) প্রোডিউসিং ফর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া, ৫) এডিটিং ফর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া, ৬) সাউন্ড ফর ইলেকট্রনিক্স এন্ড ডিজিটাল মিডিয়া। মোট আসন সংখ্যা ৩০। প্রতিটি বিভাগে ৫টি করে।

কারা আবেদন যোগ্য: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখায় স্নাতক হতে হবে। চূড়ান্ত বর্ষের পরিক্ষার্থীরাও ভর্তি হওয়ার শেষ তারিখের মধ্যে মার্কশিট দেখাতে পারলে আবেদন করতে পারবেন। অ্যানিমেশন সিনেমার জন্য ড্রয়িংয়ের জ্ঞান থাকতে হবে।

প্রার্থী নির্বাচন করা হবে লিখিত পরীক্ষা, ওরিয়েন্টেশন সেশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ইংরেজিতে।

পরীক্ষা কেন্দ্র ও কোড নম্বর: কলকাতা-৩, দিল্লি-১, মুম্বই-২, চেন্নাই-৪, হায়দরাবাদ-৫, বেঙ্গালুরু-৬, গুয়াহাটি-৭, তিরুবন্তপুরম-৮, ভোপাল-৯, লখনউ-১০, পটনা-১১, রায়পুর-১২, ভুবনেশ্বর-১৩, আহমেদাবাদ-১৪, ইটানগর-১৫। যে কোনও কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। লিখিত পরীক্ষার জন্য একটি ই-অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। ১৭ মে থেকে। লিখিত পরীক্ষা হবে ২১ মে। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ২৩ জুন। ইন্টারভিউ ১০ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

আবেদন ফি: ২০০০ টাকা। তফসিলিদের জন্য ৫০০ টাকা। আবেদন ফি দিতে হবে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করতে হবে www.srfti.gov.in. এই ওয়েবসাইট থেকে। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় টাকা জমা করা যাবে।

আবেদন শুধুমাত্র অনলাইনেই করা যাবে www.srfti.gov.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর একটি বৈধ মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদন করার আগে নিজের সার্টিফিকেট, চালান, পাসপোর্ট মাপের ফোটো স্ক্যান করে রাখতে হবে।

ফর্ম ফিলআপ করার পর এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মে। কোর্স ফি ও বিশদে আরও তথ্য জানার জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

গোয়া শিপইয়ার্ডে ১২১ জন কর্মী নিয়োগ

গোয়া শিপইয়ার্ড বিভিন্ন পদে ১২১ জন কর্মী নিয়োগ করবে। এটি কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ হবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, কমার্শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-সহ বিভিন্ন পদে। ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে ১ থেকে ২ বছরের ট্রেনিং। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ০৩/২০১৭।

শূন্যপদের বিন্যাস:

অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট (কমার্শিয়াল): ৪টি। সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১। স্নাতক, সঙ্গে কমার্শিয়াল বা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা। অথবা বিবিএ। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কমার্শিয়াল বা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাকজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৯টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক। সঙ্গে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ১ বছর মেয়াদের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা গোয়া শিপইয়ার্ডে ১ বছরের ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

কমার্শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৯টি। সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সায়েন্স বা কমার্সে স্নাতক, সঙ্গে কোনও শিপবিল্ডিং বা হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিতে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ১ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে এবং কম্পিউটার টাইপিং, এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্টের কাজে দক্ষতা থাকতে হবে।

ডিপ্লোমা ট্রেনি (শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং): ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং অটোক্যাড ব্যবহার করে কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-গ্রেড টু (শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং): ১২টি। সাধারণ ৮, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অটো ক্যাড ব্যবহার করে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

ডিপ্লোমা ট্রেনি (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং): ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং অটোক্যাড ব্যবহার করে কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-গ্রেড টু (ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং): ৮টি। সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অটোক্যাড ব্যবহার করে কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

ডিপ্লোমা ট্রেনি (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং): ৪টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং অটোক্যাড ব্যবহার করে কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-টু (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং): ১৬টি। সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৩, অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অটোক্যাড ব্যবহার করে কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

ট্রেনি শিপরাইট ফিটার: ৪টি। সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিটার ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাস করে থাকতে হবে। অথবা যে কোনও ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাস সঙ্গে এনসিটিভিটি সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে। কোনও শিপইয়ার্ডে এপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকলে অগ্রাধিকার।

স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৯টি। সাধারণ ৬, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২। শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। সঙ্গে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ১ বছর মেয়াদের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা গোয়া শিপইয়ার্ডে ১ বছর ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

রিগার: ৪টি। সাধারণ ৩, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা গোয়া শিপইয়ার্ডে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

ভেহিক্যাল ড্রাইভার: ৬টি। সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে ব্যাজ সহ বৈধ হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা বা গোয়া শিপইয়ার্ডে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

ইওটি ক্রেন অপারেটর: ৩টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বা গোয়া শিপইয়ার্ডে সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে।

আনস্কিলড গ্রেড: ২৫টি। সাধারণ ১৬,তফসিলি জাতি ১,তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৪, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ৩১-৩-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩৩ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড: ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে প্রথম বছরে ৮০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছরে ৮৫০০ টাকা। ট্রেনি শিপরাইট ফিটার পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ট্রেনিংয়ের প্রথম বছরে ৭০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছরে ৭৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেড টেস্ট বা প্রাকটিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: wwww.goashipyard.co.in. আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ মে। আবেদনের সময় প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের ফোটো,কালো কালিতে করা সই স্ক্যান করে নিতে হবে। বার্থ সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র, কাস্ট ও ওবিসি সার্টিফিকেট, কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথ ভাবে সাবমিট করার পর একটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখতে হবে। ফি বাবদ দিতে হবে ২০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। ড্রাফটটি GOA SHIPYARD LIMITED-এর অনুকূলে 'Vasco-da-Gama Goa'-তে প্রদেয় হতে হবে। ড্রাফটের পিছনে অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, প্রার্থীর নাম, মোবাইল নম্বর, এবং যে পদের জন্য আবেদন করেছেন তার নাম লিখে দেবেন।

ডিমান্ড ড্রাফট, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল-সহ অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্টআউট ২৫ মে-র মধ্যে এই ঠিকানায় পৌঁছতে হবে: Chief General Manager (HR&A), Dr. B.R. Ambedkar Bhavan, Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama, Goa-403802. বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এ এখন পুরো চার পাতা জুড়ে জীবিকার খোঁজখবর

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

দু'টি পুরসভায় বিভিন্ন পদে ৩১ কর্মী নিয়োগ

মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হাওড়া ও বর্ধমান পুরসভায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার, সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার, সার্ভেয়ার, ড্রাফটসম্যান, ক্যাশিয়ার, এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টাইপিস্ট পদে ৩১ জন তরুণ-তরুণী নিয়োগ করা হবে।

বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে কাজের জন্য সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৬ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগ করা হবে।

কোন পদের জন্য কারা যোগ্য:

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। জল, বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, বিল্ডিং ইত্যাদির কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে এবং কম্পিউটারে জ্ঞান ও এমএস অফিস, অটোক্যাডের কাজ জানা, থাকলে ভালো হয়। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৯০০০-৪০৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৪০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। তফসিলি জাতি ১, অসংরক্ষিত ১।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও জল, বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, বিল্ডিং ইত্যাদির কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আর কম্পিউটার নলেজ (অটোক্যাড) ও এমএস অফিস বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ১৫৬০০-৪২০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেলেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। কনস্ট্রাকশন, মেন্টেন্যান্স বা ডিজাইনের কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। কম্পিউটারে নলেজ ও এমএস অফিস বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৯০০০-৪০৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৪০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার: আর্কিটেকচারের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিংয়ের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। অটোক্যাড, থ্রিডি, মডেলিং, সফটওয়্যার, ফোটোশপ ইত্যাদির কাজে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৯০০০-৪০৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৪০০ টাকা। শূন্যপদ ৩টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১।

লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট: মোট ৫৯% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে এমএস অফিস সফটওয়্যারের জ্ঞান থাকতে হবে। কোনও সংস্থায় কম্পিউটারে বাংলা টাইপিংয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫৪০০-২৫২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১।

সার্ভেয়র: শূন্যপদ ২টি। সাধারণ ১, তফসিলি ১। অন্তত ৬০% নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাস এবং ওয়েস্টবেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট থেকে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা, অটোক্যাড, কম্পিউটারে জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৭১০০-৩৭৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩৬০০ টাকা।

ড্রাফটসম্যান: শূন্যপদ ১টি। সাধারণ। অন্তত ৬০% নম্বর-সহ মাধ্যমিক পাস। এনসিভিটি স্বীকৃত কোনও ইনস্টিটিউট থেকে ড্রাফটসম্যানশিপে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা, কম্পিউটারে জ্ঞান, অটোক্যাড, থ্রিডি মডেলিং সফটওয়্যার, ফোটোশপের জ্ঞান থাকা দরকার। বেতন: ৭১০০-৭৬০০ টাকা। গ্রেড পে-৩৬০০টাকা।

ক্যাশিয়ার: শূন্যপদ ১। সাধারণ। ৫০% নম্বর-সহ কমার্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস। সরকার স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে এমএস অফিসে কম্পিউটার সার্টিফিকেট। কমার্শিয়াল ফার্ম, ব্যাংক, সরকারি অফিসে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা। ট্যালি, এসএপি প্রভৃতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বেতন: ৫৪০০-২৫২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৬০০ টাকা।

এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট: শূন্যপদ ২। সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১। ৫০% নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক পাস এবং কম্পিউটারে ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। এমএস অফিসের জ্ঞান থাকতে হবে। কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং বাংলা কম্পিউটার টাইপিং বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৫৪০০-২৫২০০টাকা। গ্রেড পে: ২৬০০ টাকা।

ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট: শূন্যপদ ১। সাধারণ। ৫০% নম্বর-সহ উচ্চমাধ্যমিক পাস সঙ্গে সরকার স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার কোর্সের সার্টিফিকেট। কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা। বেতন: ৫৪০০-২৫২০০টাকা। গ্রেড পে: ২৬০০ টাকা।

টাইপিস্ট: শূন্যপদ ১। সাধারণ। ৫০% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাস সঙ্গে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটারে সার্টিফিকেট কোর্স। ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। বাংলা টাইপিংয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সব পদের ক্ষেত্রেই বয়সের হিসাব হবে ১-১-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৪০ বছর। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ও ওবিসি-রা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: Advertisement No. 4 of 2017.

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়।

১২ মে এর মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mscwb.org. প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ২২০ টাকা, তফসিলি এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অ্যাকাউন্ট নম্বর: 0088010367936. টাকা জমা করতে হবে ১১ মে-র মধ্যে। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

আরও বিশদ জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টে কাজের জন্য সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ১৫ জন ছেলে মেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ১ বছরের হাতে-কলমে কাজ করার বা স্টাডির বা গবেষণার কিংবা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। কম্পিউটার বা অটোক্যাড ড্রয়িংয়ের কাজ করায় জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯০০০-৪০৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৪টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ১।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ১ বছর হাতে-কলমে কাজ করার বা স্টাডির বা গবেষণার কিংবা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৯০০০-৪০৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৫৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১টি। তফসিলি জাতি।

সব পদের ক্ষেত্রেই বয়সের হিসাব হবে ১-১-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ও ওবিসি-রা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: Advertisement No. 5 of 2017.

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়।

১২ মে-র মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mscwb.org. প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ২২০ টাকা, তফসিলি এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অ্যাকাউন্ট নম্বর: 0088010367936. টাকা জমা করতে হবে ১১ মে-র মধ্যে। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করা যাবে ১০ মে পর্যন্ত। ১১ মে তারিখের মধ্যে আবেদনের ফি জমা দিতে হবে।

আরও বিশদ জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ট্রাভেল-ট্যুরিজমে বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রি

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্টে ট্যুরিজম বিষয়ে ৩ বছরের বিবিএ এবং ২ বছরের এমবিএ কোর্সের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। এই কোর্স করানো হবে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ-এর জন্য ৫০% নম্বর-সহ যে কোনও বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস। তফসিলি জাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৫% নম্বর পেলেই গ্রাহ্য। আবেদনের শেষ তারিখ ১৯ মে। প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ১১ জুন। বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২২ বছর। সিট: গোয়ালিয়র, ভুবনেশ্বর, নয়ডা এবং নেল্লোর এই চারটি স্টাডি সেন্টারে মোট আসন সংখ্যা ২৪০টি।

এমবিএ (ট্যুরিজম) কোর্সের জন্য: ৫০% নম্বর-সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। তফসিলি জাতির প্রার্থী হলে ৪৫% নম্বর হলেই যোগ্য। সেইসঙ্গে ক্যাট, ম্যাট, সিম্যাট, জ্যাট, জিম্যাট বা এটিএমএ-র বৈধ স্কোর বোর্ড থাকতে হবে। অথবা ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্টে ১৫ জুন, ২০১৭ তারিখে আয়োজিত অ্যাডমিশন টেস্টে পাশ করতে হবে। যাদের স্কোর বোর্ড থাকবে তাদের আবেদন করার শেষ তারিখ ১৯ মে।

যাঁরা অ্যাডমিশন টেস্ট দেবেন তাঁদের আবেদন করার শেষ তারিখ ১২ মে। বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। সিট: গোয়ালিয়র, ভুবনেশ্বর, নয়ডা এবং নেল্লোর এই ৪টি সেন্টারে মোট সিট সংখ্যা ৬০০টি।

এমবিএ ও বিবিএ উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১০০০ টাকা এবং তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা। ফি দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ডিরেক্টর-আইআইটিটিএম-র অনুকূলে এবং গোয়ালিয়রে প্রদেয় হবে।

আবেদনের ফর্ম ডাউনলোড করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.iittm.ac.in. বিশদে আরও তথ্য জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

টেক্সটাইল টেকনোলজি ডিপ্লোমা

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে হ্যান্ডলুম ও টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত চাইছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হ্যান্ডলুম টেকনোলজি, ফুলিয়া। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন

কোর্সের নাম: ডিপ্লোমা ইন হ্যান্ডলুম ও টেক্সটাইল টেকনোলজি।

কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। মোট আসন সংখ্যা ১৫টি। সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, তন্তুজীবী সম্প্রদায় ৩।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত মাধ্যমিক পাস। আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরেজি থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ১৬-৭-২০১৭-এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৩ বছর। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২৫ বছর।

কোর্স চলাকালীন প্রথম বর্ষে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে ১০০০ টাকা, ২য় বর্ষে ১১০০ টাকা, ৩য় বর্ষে ১২০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর হিসাবে।

ফর্ম পাওয়া যাবে westbengal-handloom.org ওয়েবসাইটে। পূরণ করা ফর্ম ১২ মে-র মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায়: বস্ত্রশিল্প অধিকার (হস্ততাঁত, সুতাকল, রেশম বয়ন এবং হস্তশিল্প নির্ভর কারুশিল্প), পশ্চিমবঙ্গ, নব মহাকরণ, ষষ্ঠতল, বি ব্লক, ১ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০১।

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৪ মে ২০১৭

বাদ্যযন্ত্রী নেবে নৌবাহিনী

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্রী নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী। নিয়োগ করবে নাবিক পদে ম্যাট্রিক রিক্রুটস এন্ট্রিতে। শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন যোগ্য। ট্রেনিং হবে 02/2017 ব্যাচে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস হতে হবে। সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট বাদ্যযন্ত্র বাজানোয় দক্ষতা থাকতে হবে। বাদ্যযন্ত্রগুলি হল: স্ট্রিং, কি-বোর্ড, উড উইন্ড, ব্রাস এবং পারকাশন। সঙ্গে স্টাফ নোটেশন-সহ সংগীতের থিয়োরি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে।

বয়স: জন্মতারিখ হতে হবে ১-১০-১৯৯৬ থেকে ৩০-৯-২০০০ এর মধ্যে। সংগীতে উচ্চমানের দক্ষতার ভিত্তিতে বয়সে ছাড় পাওয়া যাবে।

দৈহিক মাপজোখ: উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১৫৭ সেমি। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। দৃষ্টিশক্তি চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬০ এবং চশমা-সহ ভালো চোখে ৬/৯ এবং খারাপ চোখে ৬/২৪ হতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে মেধার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে মিউজিকাল স্ক্রিনিং টেস্ট, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিকেল এগজামিনেশনের মাধ্যমে। স্ক্রিনিং টেস্ট হবে ১০ থেকে ১৪ জুলাই। চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া চলবে ৪ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ট্রেনিং শুরু হবে অক্টোবরে আইএনএস চিলিকায়। প্রথমে ১৫ সপ্তাহের বেসিক ট্রেনিং হবে। তারপর ২৬ সপ্তাহের স্পেশ্যালাইজড ট্রেনিং। ট্রেনিং হবে মুম্বইয়ে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে নিয়োগ করা হবে নাবিক (বাদ্যযন্ত্রী) পদে।

ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে ৫৭০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। সফল ট্রেনিং শেষে বেতন ৫২০০-২০২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ২০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট বয়ানে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করবেন www.joinindian-navy.gov.in ওয়েবসাইট থেকে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) নীল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলার প্রার্থীর তিন কপি রঙিন মাপের পাসপোর্ট সাইজ ফোটো। এর মধ্যে দুটি ফোটো দরখাস্ত এবং আইডেন্টিফিকেশন ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। অন্য ফোটোটির পিছনে প্রার্থী নাম লিখে সই করবেন। ফোটোটি দরখাস্তের সঙ্গে লাগিয়ে দেবেন।

২) জন্ম-তারিখের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) মাধ্যমিকের মার্কশিটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) এনসিসি বা স্পোর্টস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) প্রার্থীর নাম ঠিকানা লেখা ২২x১০ সেমি মাপের দুটি খাম। এর মধ্যে একটি খামে ১০ টাকা মূল্যের একটি ডাকটিকিট সেঁটে দিতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দিতে হবে। নথিপত্র ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার এন্ট্রি (এমআর মিউজিসিয়ান), প্রার্থীর পছন্দের পরীক্ষাকেন্দ্র এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের পার্সেন্টেজ লিখে দিতে হবে।

দরখাস্ত এই ঠিকানায় পৌঁছতে হবে The Commanding Officer, (for Director of Music), INS Kunjali, Colaba, Mumbai-400005.

সায়েন্স রিপোর্টারের কোর্স

সায়েন্স রিপোর্টারের ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। 'ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস' কোর্সে ৩১তম প্রশিক্ষণ শুরু হবে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে। যে কোনও শাখার স্নাতকরা ভর্তির জন্য আবেদন যোগ্য। কোর্সের মেয়াদ ১২ সপ্তাহ। ক্লাস সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা।

থিয়োরেটিকাল ক্লাসের সঙ্গে হাতে কলমে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার প্রকরণ পদ্ধতি, বিজ্ঞান বিষয়ক অডিও ভিস্যুয়াল নির্মাণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই কোর্সে। কোর্স ফি ২০০০ টাকা। নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। যে কোনও কাজের দিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৫ মে। ঠিকানা: ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: www.science-andculture.isna.org.

২১৭৫ জন তরুণ-তরুণীকে নার্সিং ট্রেনিং

রাজ্যের সরকারি নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলিতে ৬ মাসের ইন্টার্নশিপ ট্রেনিং-সহ তিন বছরের জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: এইচএনজি/৪টি-৩৫-২০১৭/৪২৪।

আসন সংখ্যা ২১৭৫। তরুণীদের জন্য ২১০৫টি ও তরুণদের জন্য ৭০টি। তফসিলি জাতির প্রার্থীদের জন্য মোট আসনের ২২ শতাংশ, তফসিলি উপজাতিদের জন্য ৬ শতাংশ ওবিসি-এ প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ, ওবিসি-বি প্রার্থীদের জন্য ৭ শতাংশ, সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য ২ শতাংশ এবং মহিলা সিভিল ডিফেন্স ভলিন্টিয়ার্স প্রার্থীদের জন্য মোট ২ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থীকে অবশ্যই আবেদনের দিন পর্যন্ত একটানা ৫ বছর স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। বাংলা বা নেপালি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বলতে জানতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় আবশ্যিক বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। ভোকেশনাল বা অ্যাডিশনাল বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর গন্য হবে না।

বয়স:১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

প্রশিক্ষণের প্রথম ছ'মাস প্রার্থীকে নিজেই থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। পরের আড়াই বছরের কোর্স আবাসিক। থাকতে হবে ট্রেনিং স্কুলেই। একটির বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আবেদন করা যাবে না।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে টাইপ করতে হবে। নিজের হাতে লিখে পূরণ করতে হবে। রেজিস্টার্ড অথবা স্পিড পোস্ট অথবা ক্যুরিয়ারে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে ১২ মে-র মধ্যে।

জেলা অনুসারে নার্সিং ট্রেনিং স্কুলগুলির ঠিকানা:

১) দার্জিলিং (দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমা): দ্য সিনিয়র সিস্টারটিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, পোস্ট ও জেলা: দার্জিলিং, পিন-৭৩৪১০১।

২) কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা: দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পোস্ট: সুশ্রুতনগর, জেলা: দার্জিলিং, পিন-৭৩৪৪৩২।

৩) উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা: দ্য সিস্টারটিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পোস্ট ও জেলা:মালদা, পিন-৭৩২১০১।

৪) মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া: দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, জেএনএম হাসপাতাল, পোস্ট কল্যাণী, জেলা: নদিয়া, পিন-৭৪১২৩৫।

৫) পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া: দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, পোস্ট ও জেলা: বাঁকুড়া, পিন-৭২২১০১।

৬) বীরভূম ও বর্ধমান: দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, সিউড়ি সদর হাসপাতাল, পোস্ট: সিউড়ি, জেলা বীরভূম, পিন-৭৩১১০১।

৭) পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর: দ্য সিনিয়র সিস্টারটিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ২৪ গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০০১৪।

৮) হাওড়া ও হুগলি: দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতাল, পোস্ট: উলুবেড়িয়া, জেলা: হাওড়া, পিন-৭১১৩১৫।

৯) উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দ্য প্রিন্সিপাল নার্সিং অফিসার, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, জেলা হাসপাতাল, বারাসত, পোস্ট: বারাসত, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৪।

১০) কলকাতা: দ্য সিনিয়র সিস্টারটিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হসপিটাল, ১, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯।

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় বসবাসকারী অনাথ আশ্রম নিবাসী অরফ্যানেজ কোটায় অন্তর্ভুক্ত মহিলা প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হসপিটাল, ১, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯।

পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও জেলায় বসবাসকারী মহিলা সিভিল ডিফেন্স কোটায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, লেডি ডাফরিন ভিক্টোরিয়া হসপিটাল, ১, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯।

তরুণরা দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়: দ্য সিনিয়র সিস্টার টিউটর, নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, বাঘা যতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, পোস্ট: বাঘা যতীন, যাদবপুর-৭০০০৯২।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে:

১) প্রার্থী দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো। ফোটোটি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে।

২) উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা আবাসিক প্রমাণপত্র বা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট।

৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিংপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছ থেকে নেওয়া সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল এবং সিভিল ডিফেন্স ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে নেওয়া ক্যাজুয়াল্টি সার্ভিসের মেম্বারশিপ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। এই সার্টিফিকেটে ক্রমিক নম্বরের উল্লেখ থাকতে হবে।

৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক স্বীকৃত অনাথ আশ্রমে বসবাসের প্রমাণস্বরূপ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রদত্ত মূল আবাসিক সার্টিফিকেট।

৮) নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন: www.wb-health.gov.in. এই ওয়েবসাইট।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com